

Living the Lotus 2

2024

Buddhism in Everyday Life

VOL. 221



Rissho Kosei-kai of Bangkok

Living the Lotus
Vol. 221 (February 2024)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Ayshea Wild

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিসসো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনের শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিসসো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানান্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাজ মাটিতে প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।



লজ্জিত হওয়া মানে ভালোভাবে জীবন যাপন করা।

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিসসো কোসেই-কাই

মনুষ্যপ্রকৃতির মৌলিক শর্ত

শীত থেকে বসন্তে রূপান্তরের এই মৌসুমে “ঋতু পরিবর্তন” এর কথা বলতে গেলে, বাড়িতে “সকল অশুভ আত্মা বাইরে যাও, সৌভাগ্য ভিতরে এসো” এটা বলে বলে “ভাজা মটরশুটি নিষ্ক্ষেপ” করা জাপানের একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হিসাবে পরিচিত। সহজে অসুস্থ হওয়ার মতো ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে, রোগ সৃষ্টিকারী অশুভ আত্মাদের দূর করে সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করার একটি অনুষ্ঠান। তবে আমরা অশুভ আত্মার পাশাপাশি আমাদের লোভ, দ্বেষ, মোহের মতো মনকে বিভ্রান্তকারী অশুভ আত্মাদেরও তাড়িয়ে দিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে একটি স্বাস্থ্যকর ও প্রফুল্ল বসন্ত দিনকে স্বাগত জানাতে চাই।

অপরদিকে, “মনের অশুভ আত্মা” প্রকাশক জাপানি বর্ণের সাথে হৃদয়ের আবেগ প্রকাশক বর্ণটি যুক্ত করলে এর অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়। এর দ্বারা, বরং সদা অন্তরে ধারণ করা উচিত এমন একটি মনোভাব কিংবা কখনই হারানো উচিত নয় এমন একটি মনোভাবকে বোঝানো হয়। এটি হলো, নিজের কথা এবং কাজের ভুল এবং অপূর্ণতা উপলব্ধি করে লজ্জা অনুভব করার মনোভাব।

“লজ্জাবোধ” বলে একটি শব্দ আছে, যার মানে হলো “লজ্জিত হওয়া।” জোদো শিনশু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু শিনরান মহোদয় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই শব্দের অর্থ আরও গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন “নিজের পাপের জন্য লজ্জিত” হওয়া মানে, নিজের কৃত কর্মের জন্য লজ্জা অনুভব করার পাশাপাশি অন্যের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করে লজ্জিত হওয়া। তাছাড়া, “অন্যদের কাছে লজ্জিত” হওয়ার মাধ্যমে বুদ্ধ ও দেব-দেবতাদের কাছে লজ্জিত হওয়ার মতো মনোভাব সৃষ্টি হয়। তদুপরি, ধর্মগুরু শিনরান মহোদয় আরো বলেন, “নির্লজ্জ মানুষকে, মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।”

যে ব্যক্তির মধ্যে লজ্জা নেই, সে ব্যক্তি পশু প্রবৃত্তির, পশুর মতো বেঁচে থাকে, তাকে কখনই মানুষ বলা যায় না। শুধু লজ্জাবোধ থাকলেই, একজন মানুষ কেবল মানুষ হিসেবে সম্মান ও সংঘমের সাথে বাঁচতে পারে, এবং এর মাধ্যমেই মানুষের সাথে সম্পর্ক এবং সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় বলে আমি মনে করি। তাই, লজ্জাবোধকে অন্য কথায় মানুষের মনুষ্যপ্রকৃতির মৌলিক শর্ত বলা যায়।



লজ্জাবোধ আমাদের বেঁচে থাকতে সহায়তা করে

তাহলে, আমাদের কোন বিষয়ে লজ্জিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ? ধর্মগুরু শিনরান মহোদয় বলেছেন "নিজের পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া।" কিন্তু পাপ বিষয়টি সম্পর্কে আপনারা কি মনে করেন?

"তোমার লজ্জা থাকা উচিত" এই বাক্যাংশটি লোকেরা কারো সমালোচনা করার জন্য নিন্দা করে অন্যজনকে উদ্দেশ্য করে কখনো কখনো ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু, আমি মনে করি এটি নিজের প্রতি নিজে ব্যবহার করার মতো একটি বাক্য। "তোমার লজ্জা থাকা উচিত" এই বাক্যটি যদি ফিসফিস করে নিজেকে নিজে বলা যায় তবে, কখনও কখনও "আমি এখন খুব অহংবোধ করছি কি না?" এই বলে বিনয়ানত মনোভাবকে ফিরে পাওয়া বা, "এটা কেবল নিজের ইচ্ছামতো চাওয়া নয় কি?" এই বলে আত্মদর্শন করা যায়, কিংবা "পরিবারের মুখোমুখি হতে না পারার মতো কোনো কিছু করার চেষ্টা করছি কিনা?" এই ভেবে লজ্জাজনক কিছু করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়।

"লজ্জাবোধ"সম্পর্কে জানার মাধ্যমে, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিজের অজান্তে যে পাপগুলি করে থাকি তা থেকে রক্ষা পেতে পারি। নিজেকে নিজে কষ্ট দেয়া বা অন্যকে আঘাত না করে থাকতে পারি।

"মানুষের যদি লজ্জাবোধ থাকে, তবে কোনো না কোনোভাবে রক্ষিত হবে।"

এটি গবেষক হিসেবে পরিচিত মাসাহিরো ইয়াসুওকা মহোদয়ের কথা। তবে আমার মতে, যখন কোনও ব্যক্তি লজ্জাবোধ সম্পর্কে জানেন, তখন তিনি "সত্যিকারের মানুষ" হিসাবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন।" তদুপরি, লজ্জাবোধ বুদ্ধ-প্রকৃতির মতো যা প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে। তাই, যতক্ষণ লজ্জাবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকবে, ততক্ষণ মানুষ চিরকাল নিজের আত্মবিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

লজ্জার কথা মনে রাখুন। যেন সেই ধারণাটি প্রচার করার জন্য "সর্বদা একজন ভাল বন্ধুর সাথে দেখা করুন এবং হৃদয়কে লজ্জিত হতে দিন" এই কথাটি বলেছিলেন জাপানের জোদো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একজন ধর্মগুরু। শাক্যমুনি বুদ্ধ, একজন ভালো বন্ধুই বৌদ্ধ মার্গের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই, আমাদের জন্য পরিবারবর্গ থেকে শুরু করে পাশে থাকা সংঘবন্ধু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যারা সর্বদা আমাদের উপর নজর রাখে। অতএব, আমরা আমাদের লজ্জাজনক কাজগুলি ত্যাগ করব, কেননা আমরা আমাদের প্রিয় পরিবার ও সংঘবন্ধুদের সামনে লজ্জাজনকভাবে জীবন কাটাতে পারি না। সংঘ নামক ভালো বন্ধুর দ্বারা, আমরা স্বাভাবিকভাবেই "তিরস্কৃত" হই। এভাবে বন্ধুদের দ্বারা মনজমিনের আবাদ ও লজ্জিত বোধ করি বলে সংঘবন্ধুরাও এক একজন বুদ্ধ।

অন্যদিকে, সমাজ এবং বিশ্ব বর্তমানে লোভ এবং বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, মানুষ যেন তাদের মানবিক লজ্জাবোধ ভুলে গেছে এমন একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে রয়েছে। "লজ্জা" শব্দটি "ভয়" শব্দ থেকে এসেছে। তাই, মানুষের মধ্যে দেব-দেবতা ও বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং ভয় থাকা, এবং লজ্জাবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে বেঁচে থাকা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করি।

'কোসেই' ফেব্রুয়ারী ২০২৪।



কোসেই যুবক যুবতিদের প্রতিজ্ঞা

ইয়ুথ গ্রুপে একটি "কোসেই যুবক যুবতিদের প্রতিজ্ঞা" রয়েছে, যেখানে ইয়ুথ গ্রুপের সদস্যের মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে।

আমরা

বুদ্ধ ও দেব-দেবতাদের শ্রদ্ধা করবো,

মানুষের প্রতি সদয় আচরণ করবো

ভদ্র, বিনয়ী ও

পিতামাতার সুবাহ্য সন্তান হবো

তাছাড়া, শুধুমাত্র ইয়ুথ গ্রুপে নয়, সমস্ত সদস্যদের "খাবার গ্রহণের পূর্বে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ" এর বিধান রয়েছে, যা সদস্যগণ খাবারের আগে উচ্চারণ করে থাকে।

তথাগত বুদ্ধ, প্রকৃতির দান ও
অসংখ্য মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে
আমি খাবার গ্রহণ করছি।

এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।





পরিবারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা



পরিবারে সবসময় নানা ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। এখনই বাড়িতে নিজের ভূমিকা কি হবে তা পর্যালোচনা করতে হবে। রিসসো কোসেই-কাইয়ে, আমরা একটি উষ্ণ পরিবার বিনির্মাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। সম্মানিত প্রেসিডেন্ট বলেন, পরিবারকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার বিষয়টি মানবতার বিকাশ এবং বিশ্বশান্তির সাথে সংযুক্ত। তাই বুদ্ধের আসন কেন্দ্রিক পরিবার রচনার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়। সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া হিসাবে "প্রেসিডেন্টের শিক্ষা" বইয়ের ৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "তিনটি অনুশীলন" উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

পাদটিকা

“সুশৃঙ্খল পরিবার” সম্পর্কে চীনা দর্শন শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, “হৃদয়কে শুদ্ধ করে দেহকে পরিশুদ্ধ করা, দেহ-মনকে পরিশুদ্ধ করে পরিবারকে পরিপাটি করা। পরিবার পরিপাটি করে দেশকে পরিশুদ্ধ করা, এবং দেশ যদি পরিশুদ্ধ হয় তবে স্বর্গ-মৈত্রেয় এক হয়ে যাবে।”



ধর্ম মানুষের কাছে প্রচার করে নিজে উপলব্ধি করা

“মানুষের হিতসুখের জন্য ধর্ম প্রচার কর”

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিসসো কোসেই-কাই।





কথাটি আমরা যারা সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র বিশ্বাস করি তাদের কাছে নিজের চরকায় তৈল দেওয়ার তত্ত্বের মতো শোনাতে পারে, তবে এটি মোটেও তা নয়।

সতেরো বছর আগে, ১৯৭৫ সালে জাপানের বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত অধ্যাপক মাসাতাকা মিয়ামোতো রিস্সো কোসেই-কাই এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তাঁর অভিনন্দন ভাষণে বলেছিলেন “সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রটি ‘সকল সূত্রের রাজা’ হওয়ার কারণ হলো, এখানে শাক্যমুনি বুদ্ধের ‘ধর্মপ্রচারের ঘোষণা’ দশবার উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কোনও ধর্মগ্রন্থে এমনটি উল্লেখ করা হয়নি।”

“ধর্মপ্রচারের ঘোষণা” বলতে বোঝায়, শাক্যমুনি বুদ্ধ প্রথম সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের কাছে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন এবং যখন শিষ্যদের সংখ্যা ষাটে পৌঁছেছিল, তখন তিনি তাঁর ধর্মের সুসমাচার প্রচারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন:

“হে ভিক্ষুগণ, আমি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি, এবং তোমরাও সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছো। ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের ও সুখের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো, এবং প্রত্যেকেই আলাদা পথে গমন করো।”

শিষ্যরা বুদ্ধ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আলাদা হয়ে সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন এবং বুদ্ধ একাই মগধের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

উক্ত বিষয়টি বলতে গেলে, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের সর্বত্র প্রচার করা হয়েছে, “অন্যের কল্যাণে এই ধর্ম প্রচার করুন” এবং “ভবিষ্যত প্রজন্মের কল্যাণে এই সূত্রটি প্রচার করুন এবং ছড়িয়ে দিন। কারণ এই ধরনের বোধিসত্ত্ব জীবনানুশীলনের মাধ্যমেই জগতের পরিত্রাণ এবং মানবজাতির পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব।

রিস্সো কোসেই-কাইয়ে বুদ্ধের “ধর্ম প্রচারের ঘোষণা” উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পেশাজীবী ব্যক্তিগণই সাধারণত “ধর্ম” প্রচার করেন এবং অন্যকে ধর্মপথে অনুপ্রাণিত করে থাকেন, কিন্তু রিস্সো কোসেই-কাইয়ে “সদস্যপদ লাভ করার সাথে সাথেই ধর্মপ্রচারক” এই স্লোগান অন্তরে ধারণ করে “একজন ব্যক্তি অন্য একজনকে ধর্মপথে অনুপ্রাণিত করণ” এর চর্চা করা হয়। এটি “প্রত্যেকেই আলাদা পথে গমন করো” শাক্যমুনি বুদ্ধের দেশিত এই ধর্মবাণী বিশ্বস্ততার সাথে অনুশীলন করা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে কোসেই-কাইয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে “দারিদ্র্যতা, রোগ এবং সংঘাত” থেকে রক্ষা করা। তবে, বর্তমানে যেমনটি আমি আগে উল্লেখ করেছিলাম, মানবতার কল্যাণে অনেক মহান কাজ সম্পাদন করছে। আশা করি মুহূর্তের জন্যও তা ভুলে যাবেন না।

“একজন ব্যক্তি অন্য একজনকে ধর্মপথে অনুপ্রাণিত করা” এর অর্থ হলো, প্রতিটি সদস্য ধর্মপ্রচার করে এবং দৈনন্দিন জীবনে যাদের সাথে যোগাযোগ হয়, তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম হলো, শাক্যমুনি বুদ্ধের জীবদশায় প্রচারিত ধর্ম শিক্ষার সমন্বয়, যা পরবর্তী প্রজন্মের বিদ্বান ভিক্ষুদের দ্বারা পরিচ্ছন্নভাবে সংকলিত হয়েছে। মূলত এটি দুঃখ থেকে “পরিত্রাণ” লাভের একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষা, যা বুদ্ধ তাঁর সংস্পর্শে আসা প্রতিটি ব্যক্তির কষ্টের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এক একজনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে শিক্ষা দিয়েছিলেন, নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং সংরক্ষণ করেছিলেন।

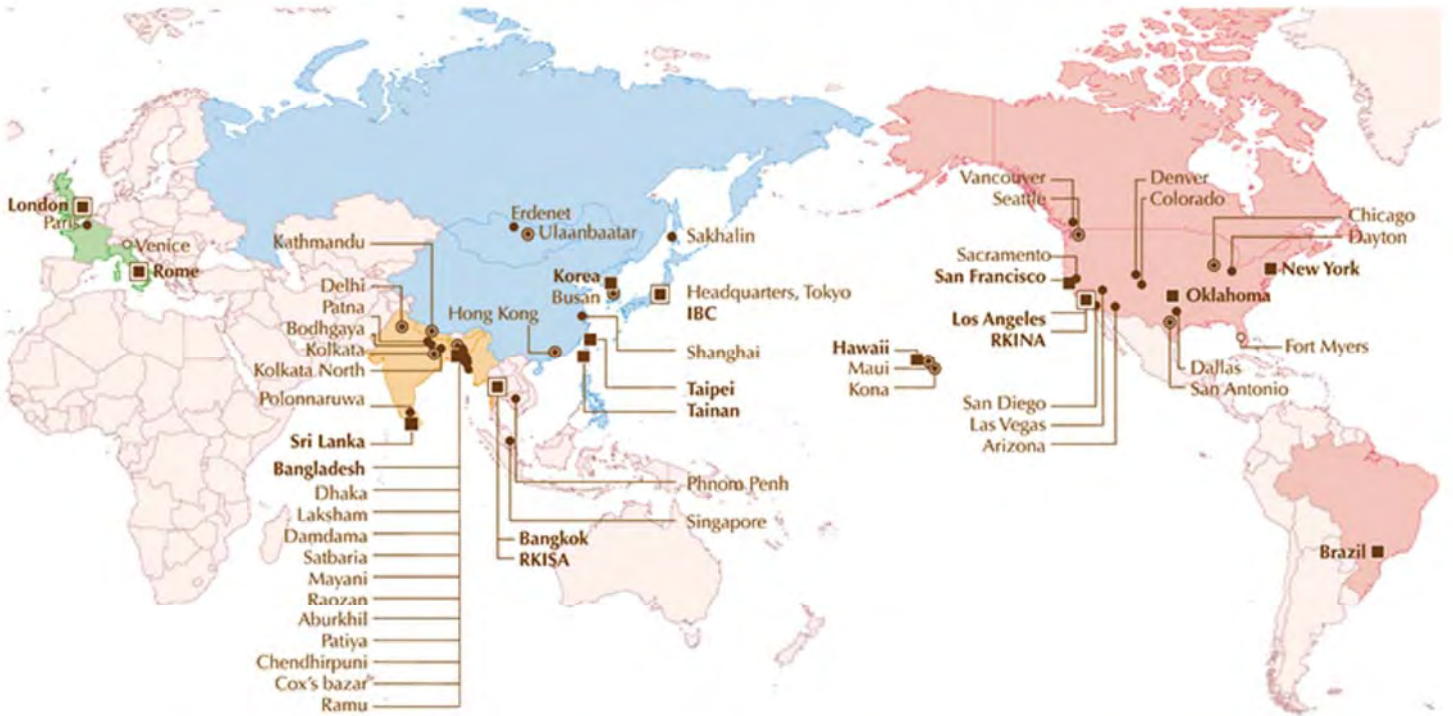
অতএব, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাক্ষাতলব্ধ মানুষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করাকে অবহেলা করা উচিত নয়। আমাদের সামনে উপস্থিত সমস্ত মানুষই আমার “দুঃখমুক্তির” উপাদান বললে অত্যুক্তি হবে না।

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter



🌸 A Global Buddhist Movement 🌸



Information about local Dharma centers



facebook



twitter



✉ We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp